যুগান্তর

7 FEB 2013

অধ্যক্ষের কীর্তি

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাত মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ইংরেজির সহায়ক পুস্তক হিসাবে যে বই লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া ওভবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষের ভিরমি খাইবার কথা। অজস্র ভুলে ভরা কুরুচিপূর্ণ বাক্য সংবলিত বইটি তিনি নিজের স্কুলের ইংরেজি মাধ্যমের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী এবং বাংলা মাধ্যমের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক পুস্তক হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। সহযোগী দৈনিকের প্রতিবেদনে বইটির ভুল ও অশালীন বাক্যের যে সমস্ত নমুনা তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা সম্পাদকীয় কলামে উদ্ধৃত করা রুচিগত কারণে সম্ভব নয়। বিকৃত রুচির ফলে মানসিকতা বিকল হইয়া না গেলে কাহারও পক্ষে এই ধরনের বই লেখা এবং তাহা বুক ফুসাইয়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব। ভুলের আধিক্য হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, কোনমতে জোড়াতালি দিয়া বইটি প্রকাশ করা হইয়াছে। 'স্পেশাল কমিউনিকেটিভ ফাংশন্যাল ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন' নামের আট শতাধিক পৃষ্ঠার বইটিতে অসংখ্য বানান ভুল ছাড়াও বাংলা শব্দ এবং ইহার ইংরেজি ভাষা ও প্রতিশব্দের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। এহেন পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ যদি ইংরেজি ব্যাকরণ রপ্ত করিতে চায় তাহা হইলে তাহার কপালে দুঃখ আছে। অসংখ্য ভুলের পাশাপাশি এমন সব অশোভন ও আপত্তিকর বাক্য বইটিতে স্থান পাইয়াছে, যেইগুলি অনায়াসে পর্নো ম্যাগাজিনের রগরগে বাক্যবিন্যাসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। এমন একটি বই কি করিয়া ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক পুস্তক হিসাবে কারিকুলাম বোর্ডের অনুমোদন পাইল তাহা একটি রহস্য বটে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিভাবে পচন ধরিয়াছে এই পুস্তক তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইলেও একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিয়া ভাবিবার কোন কারণ নাই। আরও দুশ্চিন্তার বিষয় হইল গ্রন্থকার দাবি করিয়াছেন যে, বইটি নাকি তিনি মূলত অনার্স শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিয়াছিলেন। পরে স্কুল স্তরের জন্য ইহা 'সংশোধিত' আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। কুরুচিপূর্ণ বাক্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বাক্যগুলি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়, বরং ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের মনের 'স্বাভাবিক' বিকাশ ঘটিবে। সংশোধন এবং স্বাভাবিকতার নমুনা যদি এই রকম হয় তবে শিক্ষা বিষয়ে আমাদের ধারণাই পাল্টাইয়া ফেলা জরুরি হইতে পারে। অবশ্য পাঠ গ্রহণ ছাড়াও বাংলা ভাষায় অন্য অর্থে 'শিক্ষা' শব্দটির প্রচলন আছে। 'তাহাকে উচিত শিক্ষা দিতে হইবে'– এই কথা বলিয়া বক্তা কাহারও উপর নিজের গায়ের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া থাকে। সেই অর্থে যদি গ্রন্থকার বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাজির করিয়া থাকেন তবে বলিবার কিছু থাকে না। সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক বিষয় হইল, এই পুস্তকের রচয়িতা নিজে একজন অধ্যক্ষ। একজন শিক্ষক দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকিয়া শিক্ষা প্রদান বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের পর অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। সেই অভিজ্ঞতা যদি এইভাবে বিষাক্ত ফল ফলাইতে শুরু করে, তবে আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িবে। তাই অবিলম্বে এই পুস্তকের রচয়িতাকে শুধু অধ্যক্ষ পদ হইতেই নয়, বরং শিক্ষকতা পেশা হইতে বহিষ্কার করা উচিত। স্কুলে ঢুকিবার পর হইতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেয়াড়াপনার সূচনা ঘটে বলিয়া ইতিমধ্যে অভিভাবক মহলে মৃদু গুঞ্জন উঠিতে শুরু করিয়াছে। এই ধরনের বই এবং তাহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ যদি ব্যাপকতা লাভ করে তবে এই গুঞ্জন কলরবে পরিণত হইবে। এই ধারা চলিতে থাকিলে এমন দিনও আসিতে পারে, যখন অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাইয়া 'শিক্ষিত' করা অপেক্ষা 'মূর্খ' বানাইয়া ঘরে বসাইয়া রাখা অধিকতর নিরাপদ ভাবিতে বাধ্য হইবেন। তাই আমাদের বিকলাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থাকে উদাসীন, আত্তেলজ্ঞান-বর্জিত ও লোভী ব্যক্তিদের খপ্পর হইতে উদ্ধার করিয়া সুস্থ ধারায় ফিরাইয়া আনার জন্য অবিলম্বে সার্বিক সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক। অন্যথায় এই ব্যাধি নিরাময়ের অযোগ্য হইয়া পড়িবে এবং জাতির ভবিষ্যৎ হইবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।